গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-১)
www.shed.gov.bd

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা

যে সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে : সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এন্ট্রি শ্রেণিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

২. **শিক্ষার্থীর বয়স :** জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী ১ম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর বয়স ৬+ ধরে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। তবে কাঙ্খিত শিক্ষাবর্ষের ০১ জানুয়ারি তারিখে শিক্ষার্থীর সর্বনিম্ন বয়স ০৫ বছর এবং ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সর্বোচ্চ ০৭ বছর পর্যন্ত হবে। (যেমন: ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকালে কোন শিক্ষার্থীর বয়সসীমা সর্বনিম্ন ০৫ বছর হবে অর্থাৎ সর্বনিম্ন জন্মতারিখ হবে ০১ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা ০৭ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ জন্মতারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)। পরবর্তী শ্রেণিসমূহে বয়স নির্ধারণের বিষয়টি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধারবাহিকভাবে প্রযোজ্য হবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বয়স নির্ধারণে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছরের অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া যাবে।

৩. **শিক্ষাবর্ষ:** শিক্ষাবর্ষ হবে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৩.১ প্রতি শ্রেণি শাখায় শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে ৫৫ জন।

৪. **ভর্তি কমিটি:** সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে।

ক) ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি:

১.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সভাপতি
২.	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৩.	পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
৪.	সিনিয়র সহকারী সচিব/উপসচিব, সরকারি মাধ্যমিক-১, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জেলা প্রশাসক, ঢাকার একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের)	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৭.	সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৮.	বিদ্যালয় পরিদর্শক (ঢাকা অঞ্চল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৯.	বিদ্যালয় পরিদর্শিকা (ঢাকা অঞ্চল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
১০.	ঢাকা মহানগরীর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
১১.	জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা	সদস্য
১২.	উপপরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

খ) জেলা পর্যায়ে ভর্তি কমিটি:

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	সিভিল সার্জন	সদস্য

৩.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	সদস্য
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা সদর)	সদস্য
৬.	জেলা সদরের সবচেয়ে পুরনো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি (সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
৭.	আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলার ক্ষেত্রে)	সদস্য
৮.	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৯.	জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
১০.	জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা	সদস্য-সচিব

গ) উপজেলা পর্যায়ে ভর্তি কমিটি:

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৩.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৪.	উপজেলাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
৫.	উপজেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা	সদস্য-সচিব

৫. ভর্তির তারিখ ও ফি নির্ধারণ:

৫.১ কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় এবং আবেদন ফি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।

৫.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

৬. **ভর্তির জন্য আবেদন এবং শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি:**

৬.১ **'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'** কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী নির্ধারিত সফট্ওয়্যারে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৬.২ **'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'** কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

৬.৩ সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভর্তির আবেদন ও আবেদন ফি গ্রহণ এবং ডিজিটাল লটারির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

৬.৪ ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানের পূর্বে নির্বাচিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সফট্ওয়ারের যথার্থতা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাচাই করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি শূন্য আসনের সমান সংখ্যক অপেক্ষমান শিক্ষার্থীর তালিকাও প্রস্তুত করতে হবে।

৬.৫ ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে তালিকার ক্রমানুসারে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকাশিত অপেক্ষমান তালিকার ক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

৬.৬ শিক্ষাবর্ষের কোন সময়ে আসন শূন্য হলে প্রকাশিত অপেক্ষমান তালিকা থেকে ক্রমানুসারে ভর্তি করে আসন পূরণ করতে হবে। এন্ট্রি/প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোন শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে কোন ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না।

৬.৭ **'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'** ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে। উক্ত তালিকা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কমিটি কাগজপত্র যাচাইপূর্বক নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ভর্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.৮ ঢাকা মহানগরী ব্যতীত সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এন্ট্রি/প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য ডিজিটাল লটারির বিষয়ে **'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'** কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে।

৬.৯ **'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'** ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি জাতীয় পত্রিকা/ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি/ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারবে।

৬.১০ যৌক্তিক কোন কারণে সরকারি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তি কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত হতে না পারলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ায় ভর্তি কার্যক্রম সম্পাদন করবে। তবে সেক্ষেত্রে ডিজিটাল লটারির দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. **আবেদনে বিদ্যালয় পছন্দক্রম:** সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবেদনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ০৫টি বিদ্যালয়ে ভর্তির পছন্দক্রম দিতে পারবে। তবে ডাবল শিফট স্কুলে উভয় শিফট পছন্দ করলে ০২টি পছন্দক্রম (০২ টি বিদ্যালয় পছন্দক্রম) সম্পাদন হয়েছে বলে গণ্য হবে। বিদ্যমান অন-লাইন ভর্তি আবেদন প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে যে কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করে নিশ্চিত (নিশ্চয়ন) করতে হবে। বিষয়টি সফট্ওয়ারে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৮. **শূন্য আসন নিরুপণ:** প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য আসনের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবেন। **'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'** কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্ধারিত সফট্ওয়্যারে তাঁর প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিভিত্তিক শূন্য আসনের সংখ্যাসহ অন্যান্য তথ্য আপলোড করবেন।

৮.১ ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে আসন পূরণ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য (ক্যাটেগরি অনুসারে) 'ঢাকা মহানগরী কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি' এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৯. **ভর্তির আবেদন ও ফি:** অনলাইনে ভর্তি আবেদন ফি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। সেশন চার্জসহ ভর্তির আবেদন ফি নির্ধারণ বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ একটি উপ-কমিটি গঠন করবে।

১০. **ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠান ও ফলাফল তৈরি:**

১০.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানের কারিগরি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান আবেদন ও ডিজিটাল লটারির ফলাফল প্রকাশের যাবতীয় তথ্য **'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'র** নিকট প্রদান করবে।

১০.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে **'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'র** সদস্যদের উপস্থিতিতে লটারির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

১০.৩ সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এন্ট্রি/প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদন ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত তালিকার সমসংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে প্রথম অপেক্ষমান তালিকা নির্বাচন করতে হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে লটারির মাধ্যমে দ্বিতীয় অপেক্ষমান তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

১০.৪ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'র** নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিতদের তালিকা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং নোটিশ বোর্ডেও টাঙিয়ে দিবে। কোন অবস্থাতেই নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকার বাইরে কোন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা যাবে না।

১১. **আসন সংরক্ষণ:**

১১.১ ঢাকা মহানগরীর সরকারি বিদ্যালয় সংলগ্ন ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০% আসন সংরক্ষণ করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারি বিদ্যালয়ের আওতাধীন ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

১১.২ মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার জন্য ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা আসন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ যথাযথভাবে যাচাই করে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে সাধারন কোটা থেকে উক্ত আসনে ভর্তি করতে হবে। কোন অবস্থায় আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১১.৩ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির মোট আসনের ১০ শতাংশ আসন স্বতন্ত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

১১.৪ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে ভর্তির সময় এতদসংক্রান্ত প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। উক্ত আসনে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শূন্য আসন পূরণ করতে হবে।

১১.৫ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সন্তান ভর্তির জন্য ০.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং **তফসিল-ক** এ বর্ণিত অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সন্তানদের জন্য ০.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে, মন্ত্রণালয়ের জন্য সংরক্ষিত ০.৫ শতাংশ আসনে ভর্তিযোগ্য সন্তান না পাওয়া গেলে তা **তফসিল-ক** এ বর্ণিত অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সন্তান কোটা থেকে পূর্ণ করা যাবে এবং একইভাবে, **তফসিল-ক** এ বর্ণিত অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সন্তানের জন্য সংরক্ষিত ০.৫ শতাংশ আসনে যোগ্য সন্তান না পাওয়া গেলে তা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীর যোগ্য সন্তান কোটা থেকে পূর্ণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সন্তান ভর্তির আবেদনের সময় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। লটারির সময় উক্ত আসনের জন্য পৃথক ড্যাস বোর্ডের আবেদনসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সরকারি মাধ্যমিক-১ শাখার কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাইপূর্বক লটারি করতে হবে।

১১.৬ কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর যমজ ভাই/বোন যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে অথবা যে সকল যমজ ভাই/বোন নতুন আবেদন করবে তাদের জন্য ২ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে, এ সুবিধা কোন দম্পতির মোট ০৩ (তিন) সন্তান পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে যমজ ভাই/বোন এর আবেদন পাওয়া না গেলে উক্ত ২ শতাংশ আসন সহোদর/সহোদরার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

১১.৭ কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর সহোদর/সহোদরা যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে অথবা যে সকল সহোদর/সহোদরা নতুন আবেদন করবে তাদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ সুবিধা কোন দম্পতির মোট ০৩ (তিন) সন্তান পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে সহোদর/সহোদরার আবেদন পাওয়া না গেলে উক্ত ৩ শতাংশ আসন যমজ ভাই/বোনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

১১.৮ সহোদর/সহোদরা'র জন্য নির্ধারিত কোন আসন শূন্য থাকলে যমজ সন্তানদের ভর্তির মাধ্যমে আসন পূরণ করতে হবে। অনুরূপভাবে যমজ ভাই/বোন-এর জন্য নির্ধারিত কোন আসন শূন্য থাকলে সহোদর/সহোদরা দ্বারা পূরণ করা যাবে। কোন অবস্থায় আসন শূন্য রাখা যাবে না। কোটাভুক্ত আসন পূরণ না হলে সাধারন কোটা থেকে উক্ত আসনে ভর্তি করতে হবে।

১২. শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করবে।

১৩. সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এক কর্মস্থল থেকে অন্য কর্মস্থলে বদলি হলে তাদের সন্তানদের জন্য সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবেদন করা যাবে-

(ক) ভর্তির জন্য প্রমাণকসহ ভর্তি কমিটির সভাপতি বরাবর বদলির আদেশের তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

(খ) সকল মহানগরী/সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় শহরের মধ্যে বদলিকৃত কর্মস্থল ১০ (দশ) কি: মি: (google map অনুযায়ী) এর অধিক হলে তাঁর সন্তান কর্মস্থলের নিকটতম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে।

(গ) জেলা/উপজেলা/থানার ক্ষেত্রে বদলিকৃত কর্মস্থলের নিকটতম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর সন্তান ভর্তির সুযোগ পাবে।

(ঘ) বদলিজনিত কারণে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের ভর্তির জন্য প্রতি শ্রেণি শাখায় মোট আসনের ৫ শতাংশ অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে।

(চ) সরকারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী অগ্রাধিকার পাবে।

(ছ) সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ তাঁর পূর্বতন কর্মস্থলে পুনরায় বদলি হয়ে আসলে তাঁদের সন্তানদের পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনরায় ভর্তির সুযোগ পাবে।

১৪. সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটির আওতাধীন কোন শিক্ষার্থীকে একই শ্রেণিতে উভয় বিদ্যালয়ের সম্মতির ভিত্তিতে পারস্পরিক বদলিভিত্তিক ভর্তি করা যাবে। এজন্য শিক্ষার্থী/অভিভাবক-কে সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটির সভাপতির নিকট আবেদন করতে হবে এবং এ নীতিমালার আলোকে উক্ত কমিটি ভর্তির বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫. সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীগণের ভর্তির উপযুক্ত সন্তান সংখ্যার সমসংখ্যক অতিরিক্ত আসন স্ব স্ব বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে। তবে শিক্ষক/কর্মচারী মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকলে এবং তার ভর্তি উপযুক্ত সন্তান বালিকা হলে নিকটতম সরকারি বালিকা/সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। শিক্ষক/কর্মচারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকলে এবং তার ভর্তি উপযুক্ত সন্তান বালক হলে নিকটতম সরকারি বালক/সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। একইভাবে শিক্ষক/কর্মচারী যদি সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকে তাহলে তার ভর্তি উপযুক্ত সন্তানের ভর্তির জন্য কর্মরত বিদ্যালয়েই অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। তবে কর্মরত বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযুক্ত কাঙ্খিত শ্রেণি না থাকলে নিকটতম বালক/বালিকা/সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভর্তি কমিটিকে অবহিত করবেন।

১৬. কোন সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার সন্তান যে এলাকায় স্থায়ী হবে সে এলাকার সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭. কোন সরকারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী যার পিতা-মাতা নেই এমন শিক্ষার্থী কোন কারণে বাসস্থান পরিবর্তন করলে পরিবর্তিত এলাকার সরকারি স্কুলে সে সমশ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮. সরকারি স্কুলে অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থীর পিতা/মাতার মৃত্যুজনিত কারণে বর্তমান আবাসস্থল স্থানান্তর করলে স্থানান্তরিত এলাকার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমশ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯. **ভর্তি প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ**: ভর্তি ফি বাবদ প্রাপ্ত মোট টাকা হতে কারিগরি সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তিমূল্য রেখে অবশিষ্ট টাকার বিভাজন প্রস্তুতের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক উপকমিটি গঠনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০. এ নীতিমালা প্রয়োগকালীন কোন অস্পষ্টতা/অসুবিধা পরিলক্ষিত হলে তা দূরীকরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৩.১১.২০২৫ খ্রি.

(রেহানা পারভীন)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

"ক-তফসিল"

অনুচ্ছেদ ১১" এ উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ৫.দপ্তর:সংস্থাকে বুঝাবে/বলতে নিম্নোক্ত দপ্তর "সংস্থা/

ক্রম	দপ্তরসংস্থার নাম/অফিস/
০১	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
০২	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
০৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
০৪	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
০৫	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
০৬	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
০৭	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)
০৮	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
০৯	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
১০	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)
১১	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট
১২	বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন (বিএনসিইউ)
১৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডঢাকা,
১৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকুমিল্লা,
১৫	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডচট্টগ্রাম,
১৬	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডরাজশাহী,
১৭	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডযশোর,
১৮	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসিলেট,
১৯	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডবরিশাল,
২০	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডদিনাজপুর,
২১	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডময়মনসিংহ,
২২	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষককর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড-
২৩	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষককর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট-
২৪	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
২৫	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
২৬	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
২৭	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
২৮	জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার)

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৭১.২২.১৪৬.২৪-**৩৩৭**

তারিখ : ২৮ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৩ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :</u>

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি), মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২;
৫. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/মাধ্যমিক-১/২/কলেজ, নিরীক্ষা ও আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৬. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ;
৭. চেয়ারম্যান, এন.টি.আর.সি.এ. বোরাক টাওয়ার, রেড ক্রিসেন্ট টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা;
৮. মহাপরিচালক, ব্যানবেইস, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা;
৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা;
১০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;
১১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মিরপুর, ঢাকা;
১২. ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা;
১৩. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা;
১৪. চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি.মতিঝিল, ঢাকা;
১৫. মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা;
১৬. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা;
১৭. জেলা প্রশাসক (সকল) ....;
১৮. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর/ ময়মনসিংহ;
১৯. পরিচালকঢাকা ,শিক্ষা ভবন ,পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ,;
২০. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
২১. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল).......................;
২৩. সিস্টেম এনালিষ্ট ,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (নীতিমালাটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ);
২৪. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা;
২৫. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা;
২৬. তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
২৭. পরিচালক/উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/রংপুর/ সিলেট অঞ্চল;
২৮. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) ....;
২৯. প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা ....;
৩০. অফিস কপি।

(সিফাত উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব